



Bangladesh Shipping Agents' Association

বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন

Urgent & Important

BSAA Circular No. 78/2019

Dated: 21-05-2019

All Member Agents
BSAA, Chattogram

**Sub: Mandatory submission of Advance Cargo Manifest by Shipping Agents
w.e.f. 01 July, 2019**

Ref: (i) File No. 1(44) Duty Modernization/Pre-Arrival Processing(PAP)/2016/80(11)
dated 03-04-2019 of National Board of Revenue, Dhaka
(ii) File No. S-1/3026/IGM/PAP/2019/18455(9) dated 07-05-2019 of Custom House,
Chattogram

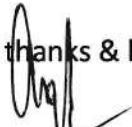
Dear Members,

With reference to above, Members are hereby informed that submission of Complete (Including combined information of MBL+HBL) Electronic Manifest (Cargo) by Shipping Agents before leaving Last Port of Call of a Vessel has been made mandatory by the National Board of Revenue with effect from 01 July, 2019 through letter under reference No.(i).

Meantime, Commissioner of Customs, Chattogram called a meeting of the concerned stakeholders including BSAA on 20th May, 2019 to remind and ensure that Advance Manifest System will be implemented from 01 July, 2019. In the meeting, representatives of BSAA and MLO Agents requested the Commissioner of Customs to arrange training for representatives of Shipping Agents before implementation of new system in line with implementation of ASYCUDA++ and AYSCYDA World and extend implementation of new system for atleast 3(three) months. But Customs Authority did not accept the proposal of BSAA's representative and adamant to implement NBR Order w.e.f. 01 July, 2019.

In view of the above, Member Agents are requested to inform their respective Foreign Principals of the order of National Board of Revenue about mandatory submission of Complete (Including combined information of MBL+HBL) Electronic Manifest (Cargo) by Shipping Agents before leaving Last Port of Call of a Vessel w.e.f. 01 July, 2019.

With thanks & best wishes,


(Ahsanul Huq Chowdhury)
Chairman

Encl: 02 (two) pages.



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

৪.৭.১৭

নাম্বা নং- ১(৪৪) শুল্ক: আধু: /Pre-Arrival Processing (PAP)/২০১৬/৮০ (২২)

তারিখ: ০৩/০৪/২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়: আগামী ০১/০৭/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে শিপিং এজেন্টস এবং এয়ারলাইনস কর্তৃক Advance Cargo Manifest (Cargo/Passenger) দাখিল বাধ্যতামূলককরণ।

সূত্র: ১। গত ০৪/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত।
২। সমন্বিত পত্র নং-১৮১ তারিখ ১১/১১/২০১৮ খ্রিঃ

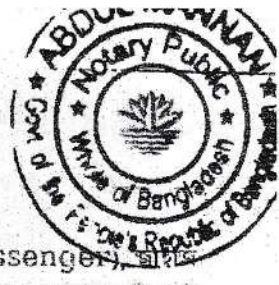


উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

১। বাংলাদেশ World Trade Organization (WTO) এবং World Customs Organization (WCO) এর অন্যতম সদস্য দেশ। উল্লিখিত সংস্থাসমূহের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) এবং WCO Revised Kyoto Convention (RKC) অনুস্বাক্ষর করেছে। WTO ও WCO এর সদস্য এবং TFA ও RKC অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এ দুটো বিশ্ব সংস্থা কর্তৃক প্রণীত Trade Facilitation সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম ও বিধানাবলী পরিপালনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। Trade Facilitation এর জন্য বর্ণিত সংস্থা কর্তৃক সুপারিশকৃত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উন্নয়ন সহযোগি সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে TFA সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু measures বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অবশিষ্ট measures সমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও নীতি প্রণয়ণে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

৩। উল্লেখ্য যে, WTO এবং WCO কর্তৃক প্রণীত measures সমূহ সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণ যে সকল সুবিধাদি পাবেন তা নিম্নরূপ:-

- (ক) সঠিক ও নির্ভুল কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে;
- (খ) পণ্য খালাস সংক্রান্ত অনেক কার্যক্রম বন্দরে পণ্য আগমনের পূর্বেই সম্পন্ন করা সম্ভব হবে;
- (গ) Risk Management এবং Selection Criteria পর্যালোচনাপূর্বক পণ্য খালাসের লক্ষ্যে সঠিক Lane/Channel (Red, Yellow, Green Channel) নির্ধারণ পণ্য আগমনের পূর্বেই সম্পন্ন করা সম্ভব হবে;
- (ঘ) "Yellow Lane" এর অন্তর্ভুক্ত ৮৫%-৯০% পণ্য জাহাজ আগমনের সাথে সাথে খালাস করা সম্ভব হবে;
- (ঙ) বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে পণ্য খালাস দ্রুততর হবে, সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে বিনা কারণে পোর্ট ডেয়ারেজ দিতে হবে না, পণ্য জট কমেবে, ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যয় ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে;
- (চ) কাঁচামাল আমদানির খরচ কমেবে বিধায় রপ্তানিকারকগণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অধিকতর Competitive হবেন;
- (ছ) জাহাজের "Turnaround Time" কম হবে বিধায় বন্দরে জাহাজ জট কমেবে এবং "Operation Cost" অনেকাংশে হ্রাস পাবে;
- (জ) অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অধিকতর উজ্জ্বল হবে;
- (ঝ) আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে স্বচ্ছতা বাড়বে এবং Ease of Doing Business Index এ বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতি হবে।



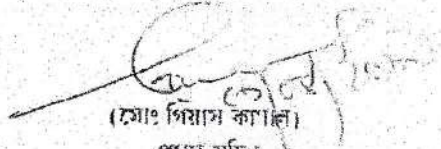
৪। বিশ্ব বাণিজ্যের উন্নিখিত সুবিধাদি গ্রহণের জন্য জাহাজ এবং উড়োজাহাজের মেনিফেস্ট (Cargo & passenger) জাহাজ ও উড়োজাহাজ Last Port of Call ভ্রাণ করার পূর্বেই দাখিল ও রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা একমত প্রয়োজন। কার্গো, পাসিন্জার (Cargo & passenger) দাখিল ও রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন না করা পর্যন্ত নিয়ে বর্ণিত কার্যক্রমের কোনটিই গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যথা:-

- (ক) বিল অব এন্ট্রি দাখিল ও রেজিস্ট্রেশন;
- (খ) এপ্রিকেশন, রিক্স ম্যানেজমেন্ট এবং পণ্য খালাসের চেন (Red, Yellow, Green Channel) নির্ধারণ;
- (গ) পণ্যের কার্যিক পরীক্ষা, শুদ্ধায়ন ও কর পরিশোধকরণ; এবং
- (ঙ) এক্সিট নোট ইস্যুকরণ এবং পণ্য খালাসকরণ।

৫। উল্লেখ্য, বিদ্যমান কাস্টমস এ্যাক্ট এর বিধান অনুযায়ী জাহাজ নোঙ্গার ফেলার ২৪ ঘণ্টা এবং উড়োজাহাজ আগমনের ৩৪ ঘণ্টার মধ্যে মেনিফেস্ট দাখিল করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিদ্যমান এ বিধান আধুনিক কাস্টমস ব্যবস্থাপনা ও Trade facilitation এর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। বিশেষ করে ইন্টারনেট সুবিধা ও Web Based Automated System বাংলাদেশ কাস্টমস ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান থাকার পরও আধুনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুসরণ না করা কোন ক্রমেই বাণিজ্য সহায়ক নয়। আনোচা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিবেচনায় সাথে সংগতি রেখে জাহাজ ও উড়োজাহাজ Last Port of Call ভ্রাণ করার পূর্বে মেনিফেস্ট দাখিলকরণের বিধান কাস্টমস এ্যাক্টে অন্তর্ভুক্ত করার কার্যক্রম বর্তমান প্রক্রিয়াধীন আছে যা অতি শীঘ্রই আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৬। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে শিপিং এজেন্টস ও এয়ারলাইনস কর্তৃক পণ্য ও মাল্টিবাহী জাহাজ ও উড়োজাহাজ Last Port of Call ভ্রাণ করার পূর্বে Complete Electronic Manifest কাস্টমস এর Asycuda World System এ দাখিল করতে আইনী কোন বাধা নেই। সুতরাং শিপিং এজেন্টস এবং এয়ারলাইনস অপারেটরগণ পণ্যবাহী জাহাজ Last Port of Call ভ্রাণ করার পূর্বে Complete Electronic Manifest যদি কাস্টমস কর্তৃক বদায় দাখিল ও রেজিস্ট্রেশন করে তাহলে অনুচ্ছেদ-৩ এ বর্ণিত সুবিধাদি দেশের ব্যবসায়ীগণ ভোগ করতে পারবেন বা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে অধিকরণ সহজতর করবে।

৭। এমতাবস্থায়, উক্ত সভার সিদ্ধান্ত এবং বর্ণিত অবস্থায় আলোকে আগামী ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে শিপিং এজেন্টস কর্তৃক Complete (MBL+ HBL এর সমন্বিত তথ্য সম্বলিত) Electronic Manifest (Cargo) এবং এয়ারলাইনস / এয়ারলাইনস অপারেটরগণ কর্তৃক Complete (MAWB ও HAWB এর সমন্বিত তথ্য সম্বলিত) Electronic Manifests (Cargo ও Passenger) Last Port of Call ভ্রাণ করার পূর্বে দাখিলকরণ বাধ্যতাসুলক করা হবে। সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও যথাযথ প্রতুতি গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পুনরায় অনুরোধ করা হলো।


(মোঃ গিয়াস উদ্দিন)
প্রথম সচিব
কাস্টমস আধুনিকায়ন ও প্রবন্ধ ব্যবস্থাপনা

অনুলিপি জবগতি ও কার্যক্রমের জন্য:

০১। কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা / চট্টগ্রাম/ বেনাপোল / আই সিডি, ঢাকা/পানগাঁও, কাস্টম হাউস।

০২। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট সিলেট/ খুলনা/ রাজশাহী/ রংপুর।

তারিখে ০১/০৭/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ থেকে সকল শিপিং/ টাওয়ার এজেন্টস কর্তৃক Complete (MBL + HBL এর সমন্বিত তথ্য সম্বলিত) Electronic Manifest (Cargo ও Passenger) জাহাজ Last Port Of Call ভ্রাণ করার পূর্বেই কাস্টমস Asycuda World System এ দাখিল ও রেজিস্ট্রেশন সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।